128

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

ধর্ম শিক্ষা সীমিত করার প্রতিবাদ

তুরস্কে ধর্মীয় শিক্ষা সীমিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে গত রবিবার ইস্তাম্বুলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবাদ জানান। প্রকাশিত খবরে তুর্কী পুলিশের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, প্রায় ৩ লাখ বিক্ষোভকারী ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত নীল মসজিদের কাছে সুলতান মোহাম্মদ চত্বরের চার পাশে জমায়েত হয়েছিল তুরস্কের জাতীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে মিছিল করে এসে। আর এই বিক্ষোভ ছিল সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে তুরস্কে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সমাবেশের একটি। শুধু তাই নয়, তুর্কী জনগণের এই বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে তুরস্কে প্রথম ইসলামপন্থী সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার ক্রমবর্ধমান টানাপড়েনটি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গত ৭৪ বছর ধরে তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসাবে অগ্রসর হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা নানাভাবে সংকোচনের প্রয়াস যে চলবে—এটা অস্বাভাবিক নয়। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্ম চর্চার মুক্ত পরিবেশ যেখানে বিঘ্নিত হয়, সেখানে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হবে—এটাও স্বাভাবিক। তুরস্কে তথাকথিত সেকুলার নীতিমালার চাপ মানুষের ধর্ম চিন্তাকে, ধর্মীয় আচার-আচরণকে যে একেবারে নিঃশেষ করতে পারেনি, তা প্রমাণিত হয়েছে ইসলামপন্থী ওয়েলফেয়ার পার্টির সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে। মুসলিম জাহানের ইতিহাসে তুরস্কের এক বর্ণাঢ্য ভূমিকা রয়েছে। গত ৭৪ বছরে সেই অতীত ভূমিকার প্রবহমানতা থেকে তুর্কী জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা নানাভাবেই চালানো হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তুরস্কে মুসলিম ধারার রাজনীতির উত্থান ঘটেছে এবং তুর্কী জনগণ তাদের অতীত গৌরবময় জাতীয় পরিচয় পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা সীমিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আলোচ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে তুর্কী জাতির দীর্ঘকালের অবদমিত এই আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে।

উল্লেখ্য, তুর্কী সেনাবাহিনী নিজেদেরকে 'ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের' নিশ্চয়তা দানকারী হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য তার 'ইসলামী মৌলবাদের' প্রসার রোধের পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য তুরস্কের ইসলামপন্থী সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী ইসলামী জঙ্গীবাদী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারকে ১৮টি শর্তের একটি পরিকল্পনা মেনে নেয়ার জন্যও চাপ দিচ্ছে। অন্যদিকে, বর্তমান সরকার তুর্কী সমাজে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। সেনাবাহিনীর শর্ত মেনে নেয়া এই সরকারের পক্ষে সহজ নয়। বিশেষ করে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধির শর্তটি মেনে নেয়া তাদের পক্ষে কঠিন। ফলে, সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে টানাপড়েনটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এই অবস্থায় ইস্তাম্বুলে ধর্মীয় শিক্ষা বিরোধী তৎপরতার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ সরকারের ভূমিকার প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন হিসেবেই গণ্য হবে। এতে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তুর্কী জনগণ ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার চায় এবং সমাজে ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি কামনা করে। কেননা, দীর্ঘদিনের ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা আজ তুর্কী সমাজকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তা কোনোভাবেই সত্যিকার কল্যাণ সাধনের উপযোগী বলে তুর্কী জনগণের বৃহৎ অংশ মনে করছে না। অন্যদিকে, যে অংশটি তুরস্কে 'ইসলামী মৌলবাদের' প্রসার রোধে উঠে-পড়ে লেগেছে তারা মূলতঃ পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদের ধুয়া তুলে বিশ্বের দেশে দেশে আজ ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী যে নীল-নকশা বাস্তবায়নের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তার লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বশক্তি হিসেবে মুসলিম জাহানের আসন্ন উত্থানকেই প্রতিহত করা। এই বাস্তবতা তুর্কী জনগণের চেতনায় স্পষ্ট বলেই আজ তারা ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে নেমে আসা ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য দলে দলে ইস্তাম্বুলের রাজপথে নেমে এসেছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবিক নৈতিকতা এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের চক্রান্তের মোকাবিলা করা ছাড়া বিকল্প কোনো সহজ পথ নেই। আর এই বাস্তবতা আজ গোটা মুসলিম বিশ্বকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।